রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, অক্টোবর ৩, ২০১৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৮ আশ্বিন, ১৪২৩ মোতাবেক ৩ অক্টোবর, ২০১৬

নিম্নলিখিত বিলটি ১৮ আশ্বিন, ১৪২৩ মোতাবেক ৩ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ৪১/২০১৬

Bangabandhu National Agriculture Award Fund Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXXVII of 1976) রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত বিল

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ৩ক ও ১৮ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় এবং সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল নং ১০৪৪-১০৪৫/২০০৯ এ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সনের ১নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু ২০১৩ সনের ৬নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখা হয়; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল স্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন; এবং

মূল্য : টাকা ১২.০০

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে Bangabandhu National Agriculture Award Fund Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXXVII of 1976) এর বিষয়বস্তু বিবেচনাপূর্বক রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(১) "কৃষি" অর্থে শস্য উৎপাদন. শাক-সবজী ও ফলমূল চাষ, দুগ্ধ খামার স্থাপন, গবাদী পশু ও হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য চাষ বা বনায়ন অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২) "চেয়ারম্যান" অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(৩) "ট্রাস্ট" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট;

(৪) "ট্রাস্টি বোর্ড" অর্থ ধারা ৬ এর অধীন গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড;

(৫) "তহবিল" অর্থ ধারা ১০ এর অধীন গঠিত বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট তহবিল;

(৬) "পুরস্কার" অর্থ ধারা ৯ এ উল্লিখিত বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার;

(৭) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৮) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি; এবং

(৯) "সদস্য" অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য।

৩। **ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, যথাশ্রীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট' নামে একটি ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) ট্রাস্ট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **ট্রাস্টের কার্যালয়, পরিচালনা ও প্রশাসন**।—(১) ট্রাস্টের কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) ট্রাস্টের পরিচালনা ও প্রশাসন ট্রাস্টি বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ট্রাস্ট যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে ট্রাস্টি বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(৩) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা ট্রাস্টের প্রধান নির্বাহী হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) কৃষি মন্ত্রণালয় ট্রাস্টি বোর্ডের প্রশাসনিক ও সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবে।

৫। ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।—ট্রাস্টের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইবে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত বিষয়ে বিশেষ অবদানের জন্য কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সমবায় সমিতিকে পুরস্কার প্রদান, তহবিল গঠন ও পরিচালনা এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা।

৬। **ট্রাস্টি বোর্ডের গঠন।**—(১) ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য একটি ট্রাস্টি বোর্ড থাকিবে এবং নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে উহা গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী;

(গ) মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী;

(ঘ) স্পীকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন সংসদ সদস্য;

(ঙ) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়;

(চ) উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পদাধিকারবলে;

(ছ) উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ, পদাধিকারবলে;

(জ) উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর, পদাধিকারবলে;

(ঝ) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন বেসরকারি ব্যক্তি; এবং

(ঞ) ট্রাস্টের প্রধান নির্বাহী, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঝ) এ উল্লিখিত মনোনীত সদস্য মনোনয়নের তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, প্রয়োজনবোধে, উক্ত সদস্যকে মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে, কোন কারণ-দর্শানো ব্যতিরেকে, অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে :

আরও শর্ত থাকে যে, সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে উক্ত সদস্য স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৩) কেবল কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা ট্রাস্টি বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে ট্রাস্টি বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোথাও কোন প্রশ্ন বা আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।

৭। **ট্রাস্টি বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলী।**—ট্রাস্টি বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) ট্রাস্টের কার্যক্রম সার্বিকভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ;

(খ) পুরস্কার মঞ্জুরীর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল কার্য সম্পাদন;

(গ) ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন, অর্থায়ন এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) তহবিলে অর্থ প্রাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঙ) প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট ব্যয় মঞ্জুরী প্রদান;

(চ) তহবিলের অর্থ সরকারের অনুমোদনক্রমে সরকারি সিকিউরিটিজ বা কোন লাভজনক প্রতিষ্ঠান বা অনুরূপ কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; এবং

(ছ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৮। **ট্রাস্টি বোর্ডের সভা।**—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, ট্রাস্টি বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) ট্রাস্টি বোর্ডের সভা, চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে, উহার সদস্য-সচিব কর্তৃক আহুত হইবে এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি ৪ (চার) মাসে ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠান করিতে হইবে:

আরও তবে শর্ত থাকে যে, জরুরী প্রয়োজনে স্বল্প সময়ের নোটিশে ট্রাস্টি বোর্ডের সভা আহবান করা যাইবে।

(৩) চেয়ারম্যান ট্রাস্টি বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ট্রাস্টি বোর্ডের কোন সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) ট্রাস্টি বোর্ডের সভার কোরামের জন্য মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন ৪ (চার) জন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে, তবে মূলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভার সভাপতিত্বকারীর দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

৯। **পুরস্কার প্রবর্তন, প্রদান ইত্যাদি।**—(১) ট্রাস্টি বোর্ড 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' নামে এক বা একাধিক জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তন করিতে পারিবে।

(২) ট্রাস্টি বোর্ড প্রতি বৎসর পুরস্কারের ব্যবস্থা করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন বৎসরে পুরস্কার পাওয়ার জন্য উপযুক্ত কেহ না থাকিলে ঐ বৎসরের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হইবে না।

(৩) ট্রাস্টি বোর্ড যেইরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে সময়ে সময়ে, প্রতি বৎসর সেইরূপ পুরস্কারের জন্য নগদ অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) পুরস্কারের জন্য ব্যয়িত অর্থ তহবিল হইতে পরিশোধ করা হইবে।

(৫) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে বিশেষ অবদানের জন্য কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সমবায় সমিতিকে, উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত পুরস্কার প্রদান করা যাইবে, যথা:—

(ক) কৃষিতে উচ্চ উৎপাদনশীলতা অর্জন অথবা গবেষণা বা উদ্ভাবন; অথবা

(খ) কৃষি বিষয়ক নতুন দিক নির্দেশনা উদ্ভাবন; অথবা

(গ) কৃষি উন্নয়নের জন্য গবেষণাধর্মী কোন পুস্তক বা নিবন্ধ প্রকাশ;

(ঘ) পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বা নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন অথবা পরিবেশ দূষণ হইতে জন-জীবন রক্ষায় ভূমিকা; এবং

(ঙ) কৃষি উন্নয়নে জৈব প্রযুক্তি, হাইব্রীড বীজ উৎপাদন, টিস্যু কালচার, পরিবেশ বান্ধব এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থায় সহায়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

(৬) যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সমবায় সমিতি একত্রে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে, ট্রাস্টি বোর্ড, তদবিবেচনায় উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিতরূপে উক্ত দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সমবায় সমিতির মধ্যে পুরস্কারের অর্থ ভাগ করিয়া দিতে পারিবে।

১০। **ট্রাস্টের তহবিল**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে **'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট তহবিল'** নামে ট্রাস্টের একটি তহবিল থাকিবে।

(২) নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা তহবিল গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান বা মঞ্জুরি;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোনো বিদেশী সরকার, সংস্থা বা আন্তর্জাতিক সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(গ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা অথবা অনুরূপ সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত মঞ্জুরি;

(ঘ) ব্যক্তি বা সমিতি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান; বা

(ঙ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে অর্জিত মুনাফা।

(৩) ট্রাস্টের তহবিল যে কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত পদ্ধতিতে উহা পরিচালনা করিতে হইবে।

(৪) ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য-সচিবের স্বাক্ষরে তহবিল হইতে অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।

(৫) ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দীর্ঘ মেয়াদী আমানত বা ফিক্সড ডিপোজিট হিসাবে ট্রাস্টের একটি রিজার্ভ ফান্ড সৃষ্টি করা যাইবে এবং উহা হইতে অর্জিত মুনাফা দ্বারা ট্রাস্টের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং ট্রাস্টের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

(৬) ট্রাস্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ট্রাস্টের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় তহবিল হইতে নির্বাহ করা যাইবে।

(৭) তহবিলের অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

ব্যাখ্যা।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 'তফসিলি ব্যাংক' বলিতে (Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর Article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত 'Scheduled Bank'।

১১। **কমিটি**।—ট্রাস্টি বোর্ড, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে উহার যে কোন কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তার জন্য এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১২। **কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ**।—(১) ট্রাস্ট উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) ট্রাস্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৩। **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা**।—(১) ট্রাস্ট, যথাযথভাবে উহার হিসাবরক্ষণ এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) ট্রাস্টের হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (President's Order No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b) এ সংজ্ঞায়িত 'chartered accountant' দ্বারা ট্রাস্টের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ট্রাস্ট এক বা একাধিক 'chartered accountant' নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এইরূপ নিয়োগকৃত 'chartered accountant' ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে পারিশ্রমিক প্রাপ্য হইবেন।

(৩) ট্রাস্টের হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে উপ-ধারা (২) এর অধীন নিয়োগকৃত 'chartered accountant' ট্রাস্টের সকল রেকর্ড, দলিলাদি, বার্ষিক ব্যালেন্স সিট, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার বা অন্যবিধ সম্পত্তি, ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং ট্রাস্টের যে কোন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারার বিধানাবলী প্রয়োগের ক্ষেত্রে ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৬ নং আইন) এর বিধানাবলী, যতদূর প্রযোজ্য, অনুসরণ করিতে হইবে।

১৪। **প্রতিবেদন**।—ট্রাস্টি বোর্ড প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্ত হইবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উক্ত বৎসরের সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

১৫। **ক্ষমতা অর্পণ**।—ট্রাস্টি বোর্ড এই আইন বা বিধি বা প্রবিধানের অধীন উহার যে কোন ক্ষমতা, প্রয়োজনবোধে এবং নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে, চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্য বা প্রধান নির্বাহী বা অন্য কোন কর্মকর্তার নিকট অর্পণ করিতে পারিবে।

১৬। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৭। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ট্রাস্টি বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৮। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি পাঠ প্রকাশ করিবে, যাহা এই আইনের নির্ভরযোগ্য ইংরেজি পাঠ (Authentic English Text) হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রকাশিত ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ এবং এই আইনের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

১৯। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার সাথে সাথে Bangabandhu National Agriculture Award Fund Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXXVII of 1976), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।

(২) উক্ত Ordinance রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে—

(ক) উহার অধীন প্রতিষ্ঠিত National Agriculture Award Fund, অতঃপর বিলুপ্ত Fund বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে; এবং

(খ) বিলুপ্ত Fund এর সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধাদি, তহবিল, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ এবং সিকিউরিটি (স্থায়ী আমানত) এবং উক্ত সম্পত্তিতে বিলুপ্ত Fund এর যাবতীয় অধিকার ও স্বার্থ, সকল হিসাব বহি, রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র এবং এতদসংক্রান্ত সকল দলিল-দস্তাবেজ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্টে স্থানান্তরিত হইবে এবং ট্রাস্ট উহার অধিকারী হইবে।

(৩) উক্ত Ordinance রহিত হওয়া সত্ত্বেও উহার অধীনে প্রণীত কোন বিধি বা প্রবিধান, জারীকৃত কোন প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোন আদেশ, নির্দেশ, অনুমোদন, সুপারিশ, প্রণীত সকল পরিকল্পনা বা কার্যক্রম, অনুমোদিত সকল বাজেট এবং কৃত সকল কাজকর্ম উক্তরূপ রহিতকরণের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ থাকিলে এবং এই আইনের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অনুরূপ বিধানের অধীন, প্রণীত, জারীকৃত, প্রদত্ত, অনুমোদিত এবং কৃত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইনের অধীনে রহিত বা সংশোধিত বা পুন:প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

(ক) কৃষিতে উচ্চ উৎপাদনশীলতা অর্জন অথবা গবেষণা বা উদ্ভাবন, কৃষি বিষয়ক নতুন দিক নির্দেশনা উদ্ভাবন, কৃষি উন্নয়নের জন্য গবেষণাধর্মী কোন পুস্তক বা নিবন্ধ প্রকাশ, পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বা নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন অথবা পরিবেশ দূষণ হইতে জন-জীবন রক্ষায় ভূমিকা, কৃষি উন্নয়নে জৈব প্রযুক্তি, হাইব্রীড বীজ উৎপাদন , টিস্যু কালচার, পরিবেশ বান্ধব এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থায় সহায়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন বিষয়ে বিশেষ অবদানের জন্য কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সমবায় সমিতিকে পুরস্কার প্রদান, তহবিল গঠন ও পরিচালনা এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ সংক্রান্ত আইন করা সমীচীন বিধায় **'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন, ২০১৬'** প্রণয়ন করা হয়েছে।

(খ) গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে সামরিক শাসনামলে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের বিষয়ে প্রদত্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রণোদনা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখিবার নিমিত্ত The Bangabandhu National Agriculture Award Fund Ordinance, 1976' প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন ও পরিমার্জনপূর্বক উহা রহিতক্রমে **'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন, ২০১৬'** প্রণয়ন করা হয়েছে।

(গ) বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কারণে **'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন,** ২০১৬ শীর্ষক বিলটি মহান জাতীয় সংসদের বিবেচনার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

মতিয়া চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

ডঃ মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd